দৈনিক ইনকিলাব

JUL 06 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফলাফল

গত বুধবার দেশের সকল শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি, এসএসসি ভোকেশনাল ও দাখিল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে গড় পাসের হার ঃ ৪৩ দশমিক ৮০, রাজশাহী ঃ ৩৯ দশমিক ৯৪, যশোর ঃ ৫০ দশমিক ৭২, বরিশাল ঃ ৩৬ দশমিক ৩৯, কুমিল্লা ঃ ২৯ দশমিক ২৪, চট্টগ্রাম ঃ ৩৭ দশমিক ৮০ এবং সিলেট বোর্ডে ৪১ দশমিক ৯৭। এসএসসি পরীক্ষায় সার্বিক পাসের হার ৪০.৬৫, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৩১.০২, দাখিল পরীক্ষায় পাসের হার ৫২.৪৬। ঢাকা বোর্ডে ২ লাখ ৮০ হাজার ৩২৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সকল বিষয়ে ৮০'র অধিক নাম্বার পেয়ে জিপিএ সর্বোচ্চ-৫ অর্জন করেছে ১৫৫ জন। রাজশাহী বোর্ডে ১৫ জন, কুমিল্লা বোর্ডে ৪৩ জন, যশোর বোর্ডে ১৮ জন, বরিশাল বোর্ডে ১০ জন, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৬৮ জন ও সিলেট বোর্ডে ১৮ জন গ্রেড পয়েন্ট-৫ পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। দাখিল পরীক্ষায় গ্রেড পয়েন্ট-৫ পেয়েছে ৩ জন। গত কয়েক বছর এসএসসিতে মেয়েদের ফলাফল ছিল ঈর্ষণীয় ভালো, এবার ছেলেরা ভাল করেছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, ৭টি বোর্ডে ৫ পয়েন্ট পেয়ে A+ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এবার ৩২৭ জন। এর মধ্যে ৯৭ জন মেয়ে। গত কয়েক বছর অব্যাহত ভালো ফলাফল করছিল রাজধানীর ভিকারুন্নেসা নূন স্কুল। এবার মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল শীর্ষে অবস্থান করছে এবং পরেই এসেছে এক সময়ের ভালো রেজাল্টের ঐতিহ্যবাহী স্কুল গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুলের নাম এবং ভিকারুন্নেসা তৃতীয়তে অবস্থান করছে। ক্যাডেট কলেজগুলোর মধ্যে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ এবং মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের যথাক্রমে ২৩ এবং ২১ জন ছাত্র জিপিএ-৫ অর্জন করেছে। কুমিল্লা জিলা স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে ১৬ জন জিপিএ-৫ অর্জন করেছে। ফলাফল বিচারে দেখা যাচ্ছে, এবার মেধাবীরা যথেষ্ট সচেষ্ট ছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা-অভিভাবকদের সকলের প্রচেষ্টায় তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে মেধার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। এদের সকলকে মোবারকবাদ।

গত বছর এসএসসি পরীক্ষার ফল বিপর্যয় ঘটেছিল অর্থাৎ পাসের হার ছিল ৩৫ দশমিক ২২। এ বছর পরীক্ষায় নকল এবং নকলের বিরুদ্ধে স্থানে স্থানে ব্যবস্থা নেয়ায় ও অংক পরীক্ষা তুলনামূলকভাবে কঠিন হওয়ায় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক আশংকা ও হতাশা দেখা দিয়েছিল যে, একটি অবশ্যম্ভাবী ফল বিপর্যয় এবারও তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সে আশংকা সত্যে পরিণত হয়নি। বোর্ড কর্তৃপক্ষ গ্রেস নাম্বার নির্ধারণ করায় রেজাল্ট মোটামুটি স্বাভাবিক বলা যায়। তদুপরি পরীক্ষার্থীদের একটা বড় অংশই অকৃতকার্য হয়েছে এটা স্বীকার করতে হবে। প্রতিবছর পরীক্ষার্থীদের একটা বিপুল অংশ অকৃতকার্য হচ্ছে। এ অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যা শহরের চেয়ে গ্রামে বেশী। পরীক্ষার সময় দেখা যায়, গ্রাম-গঞ্জ ও মফস্বল শহরের বেশকিছু কেন্দ্রে নকলের হাট বসে। এ হাট বসার প্রধান কারণ হচ্ছে, যে কোন উপায়ে অকৃতকার্যতা রুখে দেয়া। লেখাপড়ায় যারা কাঁচা থাকে বা যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে তারা লেখাপড়া করে ঐসব প্রতিষ্ঠানে তাদের পাঠদানে ত্রুটি থাকার দরুন তারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মতো পরিপক্কতা অর্জন না করেই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে যায়। ফলে, চৌর্যবৃত্তি ছাড়া পরীক্ষা পাসের আর কোন উপায় থাকে না। আর এই ক্ষতিকর পথে পা বাড়াতে গিয়ে নকল বন্ধ হলেই পরীক্ষার্থীদের একাংশ অকৃতকার্য হয়। আবার সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এর জন্য দায়ী যারা এই পরীক্ষার আগে দু'টি ধাপ যথা প্রি-টেস্ট ও টেস্ট পরীক্ষার মন্দ রেজাল্ট নিয়েই পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার অনুমতি দিয়ে থাকে। যদি তারা দুর্বল পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার অনুমোদন না দেন তাহলেও এদের ভাগ্য বিপর্যয় রোধ করা যায়। এছাড়া যারা অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিসম্পন্ন তাদের বার বার পরীক্ষা দিয়ে পাস করাবার যে প্রাণান্ত চেষ্টা এতে সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগীরও জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। অপেক্ষাকৃত কম মেধাযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার জন্য চাপ না দিয়ে বিকল্প শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করলে ফেলের হার কিছু কমে আসবে। একই সঙ্গে চেষ্টা করতে হবে যাতে গ্রাম-গঞ্জ-নগর-শহর সর্বত্র সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই উপযুক্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা হয়। এর জন্য জবাবদিহিতাও রাখতে হবে। সরকার এখন বেসরকারী বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলোতেও শিক্ষকদের বেতন দিচ্ছে। কাজেই কর্তব্যে অবহেলা বা যথাযথ শিক্ষা না দেয়ার ফলাফল চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেও বাধা নেই। শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনির চেয়ে ক্লাসে ছাত্র পড়ানোই যেন বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এ বিষয়ে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারে। প্রায়শঃ অভিযোগ শোনা যায় যে, ছাত্রদের ঘাড়ে বেশী সিলেবাসের বোঝা চাপানো হয়। এ অভিযোগ সত্য কি-না তাও খতিয়ে দেখা হোক এবং সেমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। বর্তমানে নকল প্রতিরোধে সরকার বেশ শক্ত অবস্থান নিয়েছে। শিক্ষাকে ছাত্রদের গ্রহণযোগ্য করে তাদের প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনের পথে যা কিছু করণীয় সরকার তাও করবেন, আমরা তা আশা করছি।